দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB. ... 1999
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

অর্থবহ সাক্ষরতা

সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া

ভূমিকা, সমস্যা ও সুপারিশ

সাক্ষরতা অর্জন একটি আয়াসসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ কাজ। সমাজে শিক্ষা, সাক্ষরতা বাস্তবায়নের আয়োজন করা যত কঠিন, একটি পূর্ণাঙ্গ সাক্ষর-সাংস্কৃতিক সমাজ বিনির্মাণ ততোধিক কঠিন। সাক্ষরতার অর্থ কেবল কতিপয় লিখন পঠনের সহজ সক্ষমতা নয়; বরং এই দক্ষতার মাধ্যমেই সামাজিকভাবে প্রণীত ও বর্ণিত কর্মক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। অপর কথায় সাক্ষরতা একটি সামাজিকভাবে নির্মিত অনুসঙ্গ।

প্রাত্যহিক জীবনে সাক্ষরতার চর্চা ও প্রয়োগ নির্ভর করে দুটি প্রধান বিষয়ের উপর। প্রথমত, অর্জিত সাক্ষরতার কার্যকারিতা ও মান, দ্বিতীয়ত, প্রয়োগচর্চা ও অনুশীলনের বাহন নিকটতম করা। এখানে উল্লেখ্য, বর্তমান পাঠ্যক্রম ও অপরাপর আয়োজনও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষাপ্রাপ্তরা এখন মানবিক ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা লাভ করে না, যাতে তারা তাদের অর্জিত শিক্ষার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে। এহেন শিক্ষা স্বকর্মসংস্থান সামাজিক বিচিত্র উদ্যোগে অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্তির সহায়ক হয় না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ও অপ্রতুল। কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনীতিকে সজীব ও গতিময় করতে হলে প্রয়োজন যুগোপযোগী বহুমুখী ও কারিগরি শিক্ষার সমাবেশন।

সাক্ষরতার চর্চা প্রয়োগ অনেকখানি নির্ভর করে কি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন তার উপর। সাক্ষরতার সহজ সরল, স্বাভাবিক আনন্দ, অন্বেষা, জিজ্ঞাসা ও তথা ভাললাগার ব্যবস্থা পরিবেশিত না হলে সাক্ষরতা চর্চা ও প্রয়োগ উৎসাহিত হবে না। শিক্ষা কেন্দ্রে যদি ভালবাসা ও আনন্দগত আগ্রহের সাথে পঠন ও লিখন দক্ষতা জাগিয়ে তোলা না যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে পাঠে আকর্ষণ বোধ করবে না। স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত ২৬-২৭ বছরে আনুষ্ঠানিক তথা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্ভাবন ও বিকাশ কিছুটা ঘটেছে, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো এব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী ও তৎপর।

পশ্চাৎপদতার তমসায় আচ্ছন্ন, গরিব এদেশের মত কৃষি নির্ভর ভূখণ্ডে জনমানুষের জীবনে সাক্ষরতার ব্যবহারিক প্রয়োজন খুবই নগণ্য। বর্তমানে জীবন-জীবিকার কঠিন সংগ্রামে নিয়তরত গ্রামীণ জনমানুষ সাক্ষরতার দক্ষতা ছাড়াই যুগান্তব্যাপী তাদের জীবন নির্বাহ করে চলছেন। এই জনগোষ্ঠীকে শুধু অক্ষর দান প্রদানের আওতায় আনলেই সহসাই তাদের জীবনযাত্রার মানের কোন ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে, এমন প্রত্যাশা করা সমীচীন হবে না। পড়ুয়াদের প্রাইমারে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন সম্পর্কিত সকল বিষয় উপস্থিত না থাকলে কর্মসূচি কিছুতেই ফলপ্রসূ হবে না। এক কথায় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

❂ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এনজিওগুলো দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ স্বল্পমেয়াদি বিধায় এ সব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য যোগ্য, পেশাদার শিক্ষাবিদ তৈরি সম্ভব নয়। উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই বিষয়টি উপলব্ধি করলেও এ বিষয়ে কোন বড় আকারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

❂ উপানুষ্ঠানিক/আনুষ্ঠানিক এক কথায় শিক্ষা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করতে হলে প্রথমে নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ সঠিকভাবে পরিসংখ্যানগত জরিপ করতে হবে কারণ সঠিক জরিপের উপর সঠিক সমস্যা চিহ্নিত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি হলে সঠিক বাজেট করা সম্ভব।

❂ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা ও সর্বস্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে বিক্ষিপ্ত কর্মসূচির স্থলে গুচ্ছ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যেমন একটি গ্রাম, একটি ইউনিয়ন বা একটি থানা সম্পূর্ণ নিরক্ষরতামুক্ত করণ। একটি সংস্থাকে সমগ্র দেশের থানা বা বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত না করে, নির্দিষ্ট একটি, দুইটি বা ততোধিক থানার দায়িত্ব প্রদান করা। যাতে মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং জবাবদিহিতার সুবিধা হয়। একই সাথে সম্পূর্ণ গ্রাম, ইউনিয়ন বা থানা নিরক্ষরতা মুক্ত হয়ে যায়।

❂ শিক্ষকগণই শিক্ষা কর্মসূচির আসল হাতিয়ার। দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক বিশেষভাবে বাছাই এবং চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কমপক্ষে ২৫ দিনের একটানা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং মাসিক দক্ষতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকা। শিক্ষক সম্মানী কমপক্ষে ৮৫০/- এবং সুপারভাইজার সম্মানী মাসিক ১৮০০/- টাকার বরাদ্দ থাকা।

❂ শিক্ষাপোকরণ শিক্ষা কর্মসূচির একটা অপরিহার্য অঙ্গ। প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা উপকরণ কর্মসূচি শুরু হওয়ার পূর্বে যথাযথভাবে শিক্ষা কেন্দ্রে পৌছানোর ব্যবস্থা থাকা।

❂ কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনজিওগণের অংশীদারিত্ব মজবুত ও বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে প্রদানকৃত কেন্দ্র পরিচালনা, খরচের স্থলে সুষ্ঠু ও বেগবান কর্মসূচি পরিচালনার জন্য মোট বরাদ্দের ২৫% ভাগ ওভারহেডের ব্যবস্থা থাকা।

❂ বাংলাদেশে সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের কথা আজ সবারই জানা। দারিদ্র্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের, বিশেষ করে সাক্ষরতা বাস্তবায়ন। অভাবের দেশে স্বভাবতই জনগণের চরম দারিদ্র্য লাঘব করাই হলো উন্নয়নের প্রধান সমস্যা। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে সাক্ষরতার সাথে সাথে কর্মসূচি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন ঘটানো।

❂ আমাদের দেশ খরা, বন্যা, অতিবর্ষণ ও ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত দেশ। উন্নয়নের সর্ব ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা কর্মসূচিতে একটি দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থাপনা ফাণ্ড থাকা প্রয়োজন। একই সাথে কর্মসূচির স্বার্থে এবং পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সময়ের ব্যাপারেও কিছু নমনীয়তাও প্রয়োজন।

❂ বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে অধিদপ্তরের একক ও একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিদ্যমান। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং সফলতার উদ্দেশ্যে জনগণের, বিশেষত বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা এবং অংশীদারিত্ব একান্ত প্রয়োজন।

❂ শিক্ষা কর্মসূচিসমূহ পরিবর্তনমান বিশ্ব এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত হওয়া দরকার। গুরুত্ব দিতে বে জীবন যাপনের দক্ষতা, মানসম্মত সাক্ষরতা, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং সমাজের আর্থসামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির উপর। গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষামূলক উদ্ভাবনী কর্মসূচিসমূহের মূল্যায়নের উপর।

❂ ব্যক্তি ও সমাজের মূল চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বিষয় ও পদ্ধতি এমনভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে যাতে তারা যথাযথভাবে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই, উৎপাদন বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার এবং পরিবেশ রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মোকাবিলা করতে পারে।

❂ বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একই বয়সের (০৬-১৪) পড়ুয়াদের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিদ্যমান, যাদের পাঠ্যক্রম (সিলেবাস) ভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষার মান এবং বৈষম্য দূরীকরণার্থে একটা মানসম্মত পাঠ্যক্রম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, শিক্ষাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট সকল এনজিও সমন্বয়ে যুক্ত আলোচনা, পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার।

❂ পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। তদারকি ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা দুর্বল। এতে শিখন ও শিক্ষণ গুরুত্ব পায় না।

❂ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সাব-সেক্টর, স্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চিন্তা-চেতনা, কার্যক্রমের সমন্বয় ও সহযোগিতার পুরোপুরি অভাব যা শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক সিস্টেম [illegible]লসের [illegible] কারণ এবং কখনও বিবেচনায় [illegible] যে কারণে নির্ভরযোগ্য তথ্য [illegible] না। কাজেই গৃহীত পরিকল্পনা [illegible]ক্যযুক্ত ও বাস্তবধর্মী হয় না।